তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংকট মোচনের উপায় খুঁজতে আজ মুক্ত আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান বিভিন্ন সংকট এবং তা নিরসনে সম্ভাব্য পদক্ষেপ প্রসঙ্গে গতকাল বিকালে শিক্ষক লাউঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

মতবিনিময় সভায় তরুণ শিক্ষকেরা বলেন, 'আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বমান থেকে পিছিয়ে পড়ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংকট কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কার্যকর ও সর্বাত্মক কোনো উদ্যোগ এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

গতকাল মতবিনিময়কালে জানানো হয় এই সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে তারা আজ সোমবার ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে (টিএসসি) দিনব্যাপী 'কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই' শীর্ষক এক সেমিনার ও মুক্ত আলোচনার আয়োজন করছেন।

তিনটি অংশে বিভক্ত মুক্ত আলোচনার প্রথম অধিবেশন শুরু হবে সকাল ১০টায়। প্রথম অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ 'বিশ্ববিদ্যালয় কেন?' পাঠ করবেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহিদ হাসান চৌধুরী। দ্বিতীয় অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান শিক্ষক রাজনীতি আত্মসমালোচনা' পাঠ করবেন গণযোগাযোগ ও সংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুবাইয়েৎ ফেরদৌস। তৃতীয় অধিবেশনে সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজমুন্নাহার রত্না ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাজিন আজিজ চৌধুরী। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান শিক্ষকরা।

মতবিনিময় সভায় শিক্ষকরা বলেছেন, জ্ঞান চর্চার সঙ্গে রাজনীতির সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেই শিক্ষার মান উন্নত হবে। জাতীয় রাজনীতির যে দ্বন্দ্ব তার প্রতিফলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘটছে। এ ছাড়া প্রতিবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে তাদের শিক্ষার মান অনেক নিচু। এই বিষয়গুলো কিভাবে দূর করা যায় সে বিষয়ে এখনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

শিক্ষকরা আরো বলেছেন, কেবলমাত্র উপাচার্য বা প্রোক্টরের অপসারণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন মৌলিক চিন্তা। যে কারণে শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই রাতে জঘন্যতম ঘটনা ঘটে গেলো সেই কারণ এখনো রয়ে গেছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার ৭ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার কথা বললেও আজ পর্যন্ত তিনি সেই কাজটি করতে পারেননি।

তরুণ শিক্ষকরা বলেছেন, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকাংশে ৭৩-এর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এই অধ্যাদেশ আরো সংহত করে সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। শিক্ষকরা বলেছেন, আমাদের এ সেমিনার ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই। এ ধরনের প্রক্রিয়া আগামীতে সমুন্নত রেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

সেমিনার ও মুক্ত আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ এখানে তাদের চিন্তা চেতনার দিকগুলো তুলে ধরতে পারবেন বলে তারা জানিয়েছেন।

সাংবাদিকরা শিক্ষকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান বিরাজমান নানা সংকট নিরসন করে ছাত্রদের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহের নিগার, সৌরভ শিকদার, মেসবাহ কামাল, আব্দুল জাহের, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ।